বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০২৫

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ৪

২. বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগী করার যৌক্তিকতা ৪

৩. বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০২৫ এর মৌলিক ভিত্তি ৬

৪. বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০২৫ এর রূপকল্প ৭

৫. বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০২৫ এর উদ্দেশ্য এবং মুখ্য কৌশল ৭

৫.১ উদ্দেশ্য-১: সকল জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা, চাহিদাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করে জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জন করা ৭

৫.২ উদ্দেশ্য-১ অর্জনের লক্ষ্যে কৌশল: ৭

৫.২.১ জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনের লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন ৭

৫.২.২ নিরাপদ আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন ৮

৫.২.৩ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ৯

৫.২.৪ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ৯

৫.৩ উদ্দেশ্য- ২: পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অপূর্ণ চাহিদা, প্রতিরোধযোগ্য মাতৃমৃত্যু, নবজাতক ও শিশুমৃত্যু এবং বাল্যবিয়েসহ সকল ক্ষতিকর আচরণের হার হ্রাস করা ১০

৫. ৪ উদ্দেশ্য- **২** অর্জনের লক্ষ্যে কৌশল: ১০

৫.৪.১ অধিকারভিত্তিক সার্বজনীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ১০

৫.৪.২ কিশোর-কিশোরী কল্যাণ কার্যক্রম ১১

৫.৫ উদ্দেশ্য-৩: চতুর্থ ও পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের সুবিধা অর্জন এবং সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে প্রযুক্তির প্রসার ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা ১১

৫.৬ উদ্দেশ্য- ৩ অর্জনের লক্ষ্যে কৌশল: ১১

৫.৬.১ সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে প্রযুক্তির প্রসার ১১

৫.৭ উদ্দেশ্য-৪: অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ সকল নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলের সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা ১২

৫.৮ উদ্দেশ্য-৪ অর্জনের লক্ষ্যে কৌশল: ১২

৫.৮.১ অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পিত উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান ১২

৫.৮.২ নগর ও গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা ১২

৫.৯ উদ্দেশ্য-৫: নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করা এবং জেন্ডার লভ্যাংশ অর্জন করা ১৩

৫.১০ উদ্দেশ্য-৫ অর্জনের লক্ষ্যে কৌশল: ১৩

৫.১০.১ নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব ১৩

৫.১১ উদ্দেশ্য-৬: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তুচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করা ১৩

৫.১২ উদ্দেশ্য-৬ অর্জনের লক্ষ্যে কৌশল: ১৩

৫.১২.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা ১৩

৬.বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের কৌশল ১৪

৬.১ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা প্রনয়ন ও তার বাস্তবায়ন ১৪

৬.২ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা ১৪

৬.২.১ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ভূমিকা ১৪

৬.২.২ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও এবং ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা ২০

৬.৩ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ২০

৬.৪ সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও গবেষণা ২১

৬.৫ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ২২

১। ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্র সকল নাগরিকের জন্য মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনে অঙ্গীকারবদ্ধ। ১৯৭৩ সালে সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশে উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে (বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.০%[1]) দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-১৯৭৮) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে প্রথম "বাংলাদেশ জাতীয় জনসংখ্যা নীতি: একটি রূপরেখা" প্রণীত হয়, যার ভিত্তিতে ২০০৪ সালে বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি প্রণয়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে ২০১২ সালে হালনাগাদ করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত-সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ যাবত বাংলাদেশে জনসংখ্যা নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার এবং এর ফলে সৃষ্ট জনঘনত্বকে সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত নীতিসমূহের অনুসমর্থনেরও প্রতিফলন ঘটেছে।

বাংলাদেশে ইতপূর্বে গৃহীত জনসংখ্যা নীতির রূপরেখায় মা ও শিশুস্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ এবং উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করার প্রয়াসে পরিবারের আকার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে সার্বিক সামাজিক পুনর্গঠন ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০১২ সালের জনসংখ্যা নীতির রূপকল্পে বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করা হয়েছে। উক্ত নীতির উদ্দেশ্যসমূহ তথা - মা ও শিশুস্বাস্থ্যের উন্নয়নের মাধ্যমে মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যু হ্রাস, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে নারী- পুরুষের সমতা আনয়নে পুরুষের অধিকতর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সকল ক্ষেত্রে জেন্ডার বৈষম্য নিরসন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

২। বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ যুগোপযোগী করার যৌক্তিকতা

পূর্বে গৃহীত নিয়ন্ত্রণমূলক জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের ফলে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারের হার ১৯৭৫ সালের ৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ৬৪ শতাংশে উন্নীত হয় এবং মোট প্রজনন হার ৬.৩ থেকে ২.৩-এ হ্রাস পায়[2]। এ সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩ শতাংশ থেকে ১.১২ শতাংশে পৌঁছে [3]।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পৃথিবীর অনেক দেশের কাছে বাংলাদেশ আজ একটি 'অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত' । যদিও অর্জিত সাফল্য জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য এখনো যথেষ্ট নয়। কেননা, জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২০১১ সালে ৯৭৬ থেকে ২০২২ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১,১১৯[3]। এখনো ২০-২৪ বছর বয়সী মেয়েদের ৫০ শতাংশের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে ১৮ বছরের পূর্বে[2]। মোট প্রজনন হার বিগত কয়েক বছর ধরে ২.৩ এ স্থিতাবস্থায় রয়েছে[2]। দেশের জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখতে মোট প্রজনন হার প্রতিস্থাপনযোগ্য প্রজনন হারে (২.১) পৌঁছানো ও তা ধরে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারে অপূর্ণ চাহিদার হার ১০ শতাংশ [2]। পাঁচ বছরের কমবয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৩১ জন[2]। অন্যদিকে, মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি লাখ জীবিত জন্মে ১৩৬জন[4]। বাংলাদেশে ১৫ বছর অথবা এর চেয়ে বেশি বয়সী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেকারত্বের হার ৩.৪% হলেও যুব (১৫-২৯ বছর বয়সী)

---

[1] প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) । পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[2] Bangladesh Demographic and Health Survey 2022

[3] Bangladesh Population and Housing Census 2022

[4] Bangaldesh Sample Vital Statistics 2022

বেকারত্বের হার ৭.৩% এবং শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের বাইরে থাকা (Not in Education, Employment, or Training (NEET)) যুবগোষ্ঠীর হার ১৮.৯%। শ্রমবাজারে পুরুষদের (৮০.৭%) তুলনায় নারীদের (৪১.৫০%) অংশগ্রহণ এখনো কম[5]। এ প্রেক্ষাপটে সরকারের গৃহীত অন্যান্য নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ যুগোপযোগী করার আবশ্যকতা রয়েছে।

জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির বর্তমান গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, ২০৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং এ সময়ে দেশের মোট জনসংখ্যা হবে প্রায় ২২.৬ কোটি[6]। শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার এবং এর ফলে সৃষ্ট জনসংখ্যার ঘনত্বের আধিক্য সার্বিক জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলবে। জনগণের মৌলিক চাহিদাসহ জলবায়ু, পরিবেশ এবং যোগাযোগ অবকাঠামোর চাহিদা পূরণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াও প্রভাবিত হবে। ফলে জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, ব্যবহার ও পরিচালনা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। করোনা-পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা ও বিশ্ব-অর্থনীতির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি জনসংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত সকল বিষয় মোকাবেলাকে আরো কঠিন করে তুলবে। অন্যদিকে, ২০৭২ সাল থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঋণাত্বক হবে[6] এবং মোট জনসংখ্যা কমতে থাকবে। সেক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঋণাত্বক হার কী পরিস্থিতি তৈরি করবে এবং কীভাবে সে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা হবে, সে বিষয়ে এখন থেকে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। জনসংখ্যা-সংশ্লিষ্ট এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগী করার গুরুত্ব অপরিসীম।

পূর্বে প্রণীত জনসংখ্যা নীতিগুলোতে মোট প্রজনন হার এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল নির্দিষ্ট সংখ্যাগত লক্ষ্য (Target Based)-কে সামনে রেখে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ্যপূরণে অগ্রগতি থাকলেও তা ব্যক্তির অধিকার নিশ্চিত করেনা। জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার সাথে অধিকারভিত্তিক (Rights Based) পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অধিকারভিত্তিক (Rights Based) পরিবার পরিকল্পনার ধারণাটি আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলন (International Conference on Population and Development, 1994) এবং বৈশ্বিক পরিবার পরিকল্পনা ২০৩০ (FP2030) পার্টনারশিপ/নেটওয়ার্ক-এর রূপকল্পের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, যা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যত গতি-প্রকৃতি বিবেচনায় জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার কর্মকৌশল নির্ধারণ করা একান্ত আবশ্যক। কেননা জনমিতিক রূপান্তরের (Demographic Transition) ফলে বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়স কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। ১৯৭৪ সালে ০-১৪ বছর বয়সী জনগোষ্ঠী ছিল প্রায় ৪৪.৯ শতাংশ, যা কমে ২০২৩ সালে প্রায় ২৮.৪ শতাংশ হয়েছে, ২০৭১ সালে যা আরো কমে গিয়ে ১৬ শতাংশে পৌঁছাবে[6]। অন্যদিকে, ১৯৭৪ সালে ৬৫ বছর এবং তার অধিক বয়সী জনসংখ্যা ছিল ৩.১ শতাংশ, যা বেড়ে ২০২৩ সালে ৬.৩ শতাংশে পৌঁছায়, ২০৭১ সালে যা আরো বেড়ে গিয়ে ২৩.১ শতাংশে পৌঁছাবে[6]। বয়স কাঠামোর এ পরিবর্তনের ফলে ২০২৩ সালে বাংলাদেশে নির্ভরশীল জনসংখ্যা দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার ৩৪.৭ শতাংশ এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যা দাঁড়ায় মোট জনসংখ্যার ৬৫.৩ শতাংশ[6]। নির্ভরশীলতার অনুপাত হ্রাস পাওয়ায় (৬৫.২%) বাংলাদেশে ২০০৫ সাল থেকে প্রথম জনমিতিক লভ্যাংশ (First Demographic Dividend) পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, যা ২০৭২ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে (২০৭২ সালে নির্ভরশীলতার অনুপাত হবে প্রায় ৬৫%)[6]। কিন্তু প্রথম জনমিতিক লভ্যাংশ এমনি এমনি অর্জিত হবেনা। জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক তথা সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে এই বিশাল কর্মক্ষম জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার বিকল্প নেই। জনসংখ্যাকে জনসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে কর্মদক্ষতা সৃষ্টি, কর্মক্ষমতার উন্নয়ন, কর্মমুখী শিক্ষার পাশাপাশি উদ্যোক্তা ও কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির প্রয়োজন হবে। তাই, প্রথম জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনের বিষয়টি জনসংখ্যা নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করে, তা অর্জনের লক্ষ্যে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন ।

---

[5] Labour Force Survey 2023

[6] World Population Prospects 2024

বাংলাদেশের মানুষের জন্মের সময় প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (Average Life Expectancy at Birth) ১৯৭৪ সালে ছিল ৪৯.৬ বছর, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩ সালে ৭৪.৭ বছরে উন্নীত হয়েছে, এবং ২০৭১ সালে যা আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪.৬ বছর হতে পারে[6]। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকা থাকার গড় আয়ুষ্কালের (Healthy Life Expectancy) মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। ফলে জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির মাধ্যমে দ্বিতীয় জনমিতিক লভ্যাংশ (Second Demographic Dividend) অর্জনের লক্ষ্যে জীবন-চক্রভিত্তিক (Life-cycle Based) ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টিও জনসংখ্যা নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে জনসংখ্যার বিদ্যমান বয়সকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের বিষয়টি জনসংখ্যা নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। প্রতি বছর বাংলাদেশের প্রায় ২০ লক্ষ যুবক-যুবতী শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে[7]। গত কয়েক বছর ধরে প্রায় ১০ লক্ষ কর্মক্ষম মানুষ প্রতিবছর আন্তর্জাতিক অভিবাসনের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের শ্রমবাজারে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে, যারা শ্রমবাজারের প্রেক্ষাপটে মূলত অদক্ষ। ফলে এই বিশাল অদক্ষ জনগোষ্ঠী বিদেশ থেকে তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অপরদিকে, অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় শ্রমবাজারে দক্ষ শ্রমশক্তি না থাকার কারণে বিদেশী শ্রমশক্তি এখানে কাজ করছে। তাই দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে সুষ্ঠু শ্রম অভিবাসনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার বিষয়টি জনসংখ্যা নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

সর্বোপরি, জাতিসংঘ-ঘোষিত সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা (Universal Health Coverage), টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ (Sustainable Development Goals 2030) এবং বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত বিভিন্ন পরিকল্পনা দলিলে উল্লিখিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে গতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০১২ যুগোপযোগী করা আবশ্যক।

৩। বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০২৫ এর মৌলিক ভিত্তি

৩.১ মানবাধিকার (Human Rights): এ নীতি মৌলিক অধিকার এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং সুরক্ষার উপর জোর দেয়।

৩.২ জীবনচক্র-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (Life-cycle Approach): এ নীতি জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনায় জীবনচক্র কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এমনভাবে নিশ্চিত করতে চায়, যেখানে সকল বয়সের জনগণ তাদের সকল সম্ভাবনার পূর্ণ ব্যবহার ও পরিপূর্ণ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা পায়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের প্রতিটি পর্যায় পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৩.৩ ন্যায্যতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি (Equity and Social Inclusion): এ নীতি জনসংখ্যা-সম্পর্কিত কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের উপর জোর দেয় এবং সকলের ন্যায্যতা নিশ্চিত করে।

৩.৪ জেন্ডার সমতা (Gender Equality): এ নীতি জেন্ডার সমতা, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নকে স্বীকৃতি দেয় এবং সকল ধরনের জেন্ডার-ভিত্তিক বৈষম্য ও সহিংসতা দূরীকরণে কাজ করে।

৩.৫ বৈষম্যহীনতা (Non-discrimination): এ নীতি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নৃতাত্ত্বিক, জেন্ডার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে বৈষম্যহীন সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে।

৩.৬ স্বেচ্ছাসম্মতি এবং অবহিত পছন্দ (Voluntary and Informed Choice): এ নীতি যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবায় গ্রহীতার স্বেচ্ছাসম্মতি ও অবহিত পছন্দ উৎসাহিত করে।

৩.৭ তথ্য এবং সেবায় অভিগম্যতা (Access to Information and Services): এ নীতি ব্যক্তির যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতির সুবিধা, ঝুঁকি এবং সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াসহ সকল তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করে।

---

[7] National Skill Development Policy 2022. Government of the People’s Republic of Bangladesh.

৩.৮ গোপনীয়তা (Privacy): এ নীতি যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের গোপনীয়তাকে সম্মান ও সুরক্ষিত করে।

৩.৯ গুণগত মানসম্পন্ন সেবা (Quality of Care): এ নীতি মানসম্মত যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করে।

৩.১০ প্রমাণ-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (Evidence-Based Approach): এ নীতি সঠিক অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ, গবেষণা এবং উপাত্তের উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে।

৩.১১ স্থায়িত্ব (Sustainability): এ নীতি টেকসই জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেয়, যা দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখে।

৩.১২ অংশীদারিত্ব এবং অংশগ্রহণ (Partnership and Participation): এ নীতি সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন অংশীজন (স্টেকহোল্ডার) এর মতামতকে গুরুত্ব দেয়।

৪। বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০২৫ এর রূপকল্প

জনসংখ্যার পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জন করা এবং একটি সুস্থ, সুখী ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৫। বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি ২০২৫ এর উদ্দেশ্যসমূহ এবং মুখ্য কৌশলসমূহ (অথবা উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনে মুখ্য কৌশলসমূহ):

৫.১ উদ্দেশ্য-১: সকল জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা, চাহিদাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে (Human Capital) রূপান্তরিত করে জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend) অর্জন করা

৫.২ উদ্দেশ্য-১ অর্জনের লক্ষ্যে কৌশলসমূহ:

৫.২.১ জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনের লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন

সকল জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য ও সুশিক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে (Skilled Human Resource) রূপান্তরিত করে জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend) অর্জন নিশ্চিতকল্পে নিম্নবর্ণিত কৌশল গ্রহণ করা:

৫.২.১.১ জনসংখ্যাকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য প্রযুক্তিভিত্তিক, কর্মমুখী ও যুগোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ লক্ষ্যে সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতিসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নীতি ও কৌশল পত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন করা।

৫.২.১.২ সকল পর্যায়ের শিক্ষা কারিক্যুলামের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ও আগ্রহের ভিত্তিতে কম্পিউটার বিজ্ঞান, প্রকৌশল এবং তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত শিক্ষাক্রম যেমন, কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, কোডিং, রোবটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, Internet of Things (IoT), ডেটা সায়েন্স ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা।

৫.২.১.৩ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর পাঠ্যক্রমে জনসংখ্যার বিষয়ে প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা।

৫.২.১.৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে আইসিটি ডিভাইস ও ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা। শিশুদের সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ক্লাব গঠনসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫.২.১.৫ শিক্ষক, সেবা প্রদানকারী ও প্রশিক্ষকদের হালনাগাদ প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা এবং দেশীয়-আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

৫.২.১.৬ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান নিশ্চিত করা এবং এ সম্পর্কিত জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ।

৫.২.১.৭ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/ইনস্টিটিউটসমূহে দেশ ও বিদেশের কর্মচাহিদাভিত্তিক দক্ষ জনশক্তি তৈরির জন্য কারিগরি শিক্ষা/প্রশিক্ষণ ও ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করা।

৫.২.১.৮ কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা।

৫.২.১.৯ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের (Technical Vocational Education and Training-TVET) সঠিক বাস্তবায়ন করা।

৫.২.১.১০ চাহিদাভিত্তিক উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি ব্যবসার ক্ষেত্রে স্বল্পসুদ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫.২.১.১১ কৃষিভিত্তিক শিল্পের বহুমুখীকরণ এবং প্রযুক্তিভিত্তিক নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করা।

৫.২.২ নিরাপদ আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন

চাহিদাভিত্তিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি এবং নিরাপদ আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসনের ব্যবস্থাকল্পে নিম্নবর্ণিত কর্মকৌশল গ্রহণ করা:

৫.২.২.১ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস অথবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা নিরূপণ করে সে অনুযায়ী দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা এবং ন্যূনতম খরচে বিদেশ প্রেরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫.২.২.২ দ্বিপাক্ষিক (সরকারের সাথে সরকারের) চুক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কর্তৃক প্রদত্ত শ্রম অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা।

৫.২.২.৩ অভিবাসনেচ্ছু ব্যক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা করা।

৫.২.২.৪ প্রবাসী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ প্রয়োজনীয় সকল ধরণের সহায়তা প্রদানে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, দূতাবাসসমূহে হটলাইন চালু করা এবং সহজ প্রক্রিয়ায় দেশে রেমিট্যান্স পাঠানোর ব্যবস্থা করা।

৫.২.২.৫ প্রবাসীদের দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত ও সহযোগিতা প্রদান করা এবং অভিবাসী কর্মীদের দক্ষতা কাজে লাগানোর ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি প্রয়োজনে বিদেশ ফেরত কর্মীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৫.২.২.৬ অভিবাসীদের বহির্গমন ও আগমন প্রক্রিয়া অধিকতর সহজ করা।

৫.২.২.৭ মানব পাচার ও অবৈধ অভিবাসন প্রচেষ্টা রোধে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৫.২.৩ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ

ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত ও সহজলভ্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা:

৫.২.৩.১ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জীবনচক্রভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি (Life-cycle Approach) গ্রহণ করে কৈশোর/যৌবনকাল থেকেই জনগণকে বার্ধক্যজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলার বিষয়ে সচেতন করা।

৫.২.৩.২ ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য ও পরিচর্যা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক সেবাকেন্দ্রে কর্মরত সেবা প্রদানকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।

৫.২.৩.৩ জরাবিজ্ঞান (Gerontology) ও প্রবীণদের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা (Geriatric Care) এবং (Palliative care) বিষয়ে চিকিৎসক, নার্স ও কেয়ারগিভারদের উচ্চতর ডিগ্রী/প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

৫.২.৩.৪ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার গড় আয়ুষ্কাল (Healthy Life Expectancy) বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের অর্জিত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয় জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনে অবদান রাখার লক্ষ্যে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৫.২.৩.৫ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সুস্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে প্রবীণদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫.২.৩.৬ শহর এবং গ্রামে প্রবীণবান্ধব আবাসন ও অবকাঠামো নির্মাণ করা।

৫.২.৩.৭ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সার্বিক নিরাপত্তা ও কল্যাণে গৃহীত সকল পদক্ষেপের মধ্যে সমন্বয় ও যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৫.২.৩.৮ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল ও দায়িত্বশীল আচরণে পরিবার ও সমাজকে সচেতন করা। পাশাপাশি পিতা-মাতার বার্ধক্যকালীন দায়িত্ব সংক্রান্ত প্রণীত আইন ও নীতির যথাযথ প্রয়োগ।

৫.২.৪ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ নিশ্চিতকল্পে নিম্নবর্ণিত কৌশল গ্রহণ করা:

৫.২.৪.১ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর (বিশেষ করে, বস্তি এলাকা, চর, হাওর-বাওড়, নদী ভাঙ্গান, চা বাগান, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিধবা, হিজড়া জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, বেদে ও অন্যান্য গোষ্ঠী) শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

৫.২.৪.২ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও যুগোপযোগী সেবা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মানসম্মত অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

৫.২.৪.৩ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে গৃহায়ন কর্মসূচিসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

৫.২.৪.৪ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৫.৩ উদ্দেশ্য-২: পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির অপূর্ণ চাহিদা, প্রতিরোধযোগ্য মাতৃমৃত্যু, নবজাতক ও শিশুমৃত্যু এবং বাল্যবিবাহসহ সকল ক্ষতিকর আচরণের হার হ্রাস করা

৫.৪ উদ্দেশ্য- ২ অর্জনের লক্ষ্যে কৌশলসমূহ:

৫.৪.১ অধিকারভিত্তিক সার্বজনীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা (Sexual and Reproductive Health Rights-SRHR)

অধিকার সমুন্নত রেখে সকলের পছন্দ অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ (Uninterrupted Supply) ও সেবাগ্রহীতার সন্তুষ্টি এবং সকল পর্যায়ে বন্ধ্যাত্ব (Infertility) সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা:

৫.৪.১.১ স্বেচ্ছাসম্মতি এবং অবহিত পছন্দ (Voluntary and Informed Choice) এর ভিত্তিতে সকল সক্ষম ব্যক্তি/দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

৫.৪.১.২ বিদ্যমান বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানসহ জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও কমিউনিটি পর্যায়ে অবস্থিত সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

৫.৪.১.৩ নবদম্পতিদের যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে কাউন্সেলিং কার্যক্রম চালু করা।

৫.৪.১.৪ সকল পর্যায়ে, বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে বন্ধ্যাত্ব (Infertility) এবং রজঃনিবৃত্ত পরবর্তী (Post-menopausal) সেবা নিশ্চিত করা।

৫.৪.১.৫ মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাস এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবসেবা নিশ্চিতকল্পে সকল সেবা কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক, মিডওয়াইফ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী, অবকাঠামো ও সেবাকেন্দ্রের প্রস্তুতি (Facility Readiness) নিশ্চিত করা।

৫.৪.১.৬ সকলের জন্য যৌন ও প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণ এবং এইচআইভি/এইডস সংক্রান্ত তথ্য ও সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

৫.৪.১.৭ সরকারি ও বেসরকারি সেবাদান কেন্দ্রে গুণগত ও মানসম্পন্ন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সামগ্রীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৫.৪.১.৮ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য এবং মাতৃস্বাস্থ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা।

৫.৪.১.৯ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন এবং দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে গৃহীত Program of Action/Outcome Document/Declaration/Directives-এর সাথে সঙ্গতি রেখে কার্যকর পরিকল্পনা বা কর্মসূচি গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৫.৪.২ কিশোর-কিশোরী ও যুব জনগোষ্ঠীর কল্যাণ কার্যক্রম

দেশের মোট জনসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি কিশোর-কিশোরী (adolescent)। তাদের বয়ঃসন্ধিকালীন, যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য ও অধিকার (SRHR) নিশ্চিতকল্পে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা:

৫.৪.২.১ কিশোর-কিশোরী ও যুব জনগোষ্ঠীর দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের জন্য কর্মমুখী ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৫.৪.২.২ কিশোর-কিশোরী ও যুব জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও জীবনমুখী দক্ষতা সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান এবং বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজননস্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে শিক্ষক ও মাতা-পিতাকে সচেতন করা।

৫.৪.২.৩ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ এবং অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের কুফল সম্পর্কিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা।

৫.৪.২.৪ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিশোর-কিশোরীদের প্রজননস্বাস্থ্য সেবা কর্মসূচি জোরদার করার মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা এবং কিশোর-কিশোরীদের বয়ঃসন্ধিকালীন সেবা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫.৪.২.৫ বাল্যবিবাহ নিরুৎসাহিত করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা এবং বাল্যবিবাহ বন্ধে জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করা ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

৫.৪.২.৬ কিশোর-কিশোরীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সকল ধরনের যৌন হয়রানি বন্ধ করা এবং মাদক ও ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহার বিষয়ে সচেতন করা।
৫.৪.২.৭ কিশোর-কিশোরীদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৫.৫ উদ্দেশ্য-৩: চতুর্থ ও তৎপরবর্তী শিল্পবিপ্লবের সুবিধা অর্জন এবং সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে প্রযুক্তির প্রসার ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা

৫.৬ উদ্দেশ্য-৩ অর্জনের লক্ষ্যে কৌশলসমূহ:

৫.৬.১ সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে প্রযুক্তির প্রসার

চতুর্থ ও তৎপরবর্তী শিল্পবিপ্লবের সুবিধা অর্জন এবং সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল গ্রহণ করা:
৫.৬.১.১ তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নে ডিজিটাল ও প্রযুক্তিভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ ও এর কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৫.৬.১.২ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান নিশ্চিত করা এবং এ সম্পর্কিত জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।
৫.৬.১.৩ সাইবার নিরাপত্তা ও উপাত্তের গোপনীয়তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
৫.৬.১.৪ চতুর্থ ও তৎপরবর্তী শিল্পবিপ্লবের উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রসার ঘটানো।

৫.৬.১.৫ স্বাস্থ্যসহ সরকারের বিভিন্ন সেক্টরে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৫.৭ উদ্দেশ্য-৪: অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ সকল নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শহর ও গ্রামীণ অঞ্চলের সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা

৫.৮ উদ্দেশ্য-৪ অর্জনের লক্ষ্যে কৌশলসমূহ:

৫.৮.১ অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পিত উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

অঞ্চলভিত্তিক পরিকল্পিত উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকৌশল গ্রহণ করা:

৫.৮.১.১ অঞ্চলভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমন্বিত কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

৫.৮.১.২ গ্রামীণ নাগরিকসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৫.৮.১.৩ কৃষি-ভিত্তিক শিল্পের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালীকরণ।

৫.৮.১.৪ কৃষি ও খামারভিত্তিক শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে সহজশর্তে ঋণ প্রদান এবং পণ্যের সংরক্ষণ ও বাজারজাতের ব্যবস্থা করা।

৫.৮.১.৫ প্রযুক্তির সুষম বিস্তারকে বিবেচনায় নিয়ে আঞ্চলিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৫.৮.১.৬ পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা।

৫.৮.২ নগর ও গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবা

নগর ও গ্রামীণ এলাকায় প্রজনন, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা:

৫.৮.২.১ জনসংখ্যার বণ্টনকে উপজীব্য করে নগর ও গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার আধুনিকায়ন ও সেবা নিশ্চিতকরণ।

৫.৮.২.২ পৌর ও নগর এলাকায় বসবাসরত বস্তি, ভাসমান, দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সকলের প্রজনন, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সাধন।

৫.৮.২.৩ বস্তি ও শিল্প এলাকায় কর্মরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সেবা দেয়ার লক্ষ্যে বৈকালিক/সান্ধ্যকালীন সেবার ব্যবস্থা করা।

৫.৮.২.৪ নগর ও গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি-বেসরকারি সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব জোরদার করা।

৫.৯ উদ্দেশ্য-৫: নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা (Gender Equality) নিশ্চিত করা এবং জেন্ডার লভ্যাংশ (Gender Dividend) অর্জন করা

৫.১০ উদ্দেশ্য-৫ অর্জনের লক্ষ্যে কৌশলসমূহ:

৫.১০.১ নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব

নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী পুরুষের সম-অংশীদারিত্ব নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা (Gender Equality) নিশ্চিতকল্পে নিম্নবর্ণিত কৌশল গ্রহণ করা:

৫.১০.১.১ উপযুক্ত শিক্ষা এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারী-পুরুষের সম-অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫.১০.১.২ মজুরিভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারী ও পুরুষের সম-মজুরি নিশ্চিত করা।

৫.১০.১.৩ নারী ও শিশু পাচারসহ সকল ধরনের জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা ও ক্ষতিকর আচরণ বন্ধ করা।

৫.১০.১.৪ নারীর জন্য নিরাপদ কর্মক্ষেত্র এবং শিশু দিবা-যত্ন কেন্দ্র (Day Care Centre) ও ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার (Breast Feeding Corner) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে সহায়তা করা।

৫.১০.১.৫ সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

৫.১০.১.৬ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসহ সকল ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫.১০.১.৭ জেন্ডার-সমতা নিশ্চিতকরণে তৃণমূল পর্যায়ে এবং শিক্ষা কার্যক্রমে জেন্ডার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা।

৫.১০.১.৮ সরকারি ও বেসরকারি সকল কর্মসূচিতে জেন্ডার-সংবেদনশীলতা (Gender Sensitive) কর্মকৌশল প্রণয়ন করা।

৫.১১ উদ্দেশ্য-৬: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তুচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করা

৫.১২ উদ্দেশ্য-৬ অর্জনের লক্ষ্যে কৌশলসমূহ:

৫.১২.১ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় এবং বাস্তুচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল গ্রহণ করা:

৫.১২.১.১ শিক্ষা কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং শারীরিক, মানসিক ও প্রজননস্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাব সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা ।

৫.১২.১.২ উপকূলীয় ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার বিশেষ করে নারী, শিশু এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর উপযোগী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র নির্মাণ ও সেবাপ্রদান নিশ্চিত করা।

৫.১২.১.৩ উপকূলীয় অঞ্চলের সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ ও সুপেয় পানির প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, জলবায়ুসহিষ্ণু কৃষির উদ্ভাবন ও প্রসার করা।

৫.১২.১.৪ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা, খাদ্যনিরাপত্তা ও আবাসনের ব্যবস্থা করা এবং জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ করা।

৫.১২.১.৫ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ। সেই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

৬.বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের কৌশল

৬.১ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের জন্য একটি বিস্তারিত সময়াবদ্ধ সুসমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিমাপযোগ্য নির্দেশক থাকবে।

৬.২ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা

৬.২.১ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় /বিভাগের ভূমিকা

বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতিতে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন ও কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনপূর্বক নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য (Time Bound) বিস্তারিত কর্মকৌশল প্রণয়ন করতে হবে। আন্তঃমন্ত্রণালয় কর্মসূচি সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে “জনসংখ্যা ফোকাল পারসন” হিসেবে মনোনীত করবে।

ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সকল নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবাসহ পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টিসেবা প্রদান নিশ্চিত করবে এবং এই লক্ষ্যে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে।

পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে নেতৃত্বদানকারী বিভাগের দায়িত্ব পালন করবে। অধিকন্তু, জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের সচিবালয় হিসেবে এ বিভাগ দায়িত্ব পালন করবে এবং পরিষদের নীতিগত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতি এবং জাতীয়, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্টেকহোল্ডার

কমিটিসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবে। পাশাপাশি জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রমে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অধীনে ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সাচিবিক দায়িত্বে গঠিত জনসংখ্যা উন্নয়ন ও দক্ষিণ দক্ষিণ সহযোগিতার জন্য জাতীয় টাস্কফোর্সকে যথাযথ শক্তিশালী করনের মাধ্যমে ও উন্নয়নশীল দেশের জ্ঞান, দক্ষতা, সম্পদ এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন স্থানান্তর ও বিনিময়ে জনসংখ্যা নীতি এবং আইসিপিডি কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখতে হবে।

স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ সকল পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনসংখ্যানীতি বাস্তবায়ন এবং জনগণের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। এ বিভাগ তার অধীনস্থ অধিদপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্ব অনুসারে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা বাস্তবায়নের জন্য যথোপযুক্ত কর্মকৌশল প্রণয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। সর্বোপরি, সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা ঘোষণা অনুযায়ী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে ব্যক্তির নিজস্ব ব্যয় (Out-of-Pocket Expenditure) হ্রাসে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

খ) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিশুদের স্বাস্থ্যবান ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রাথমিক পর্যায়ে সততা ও নৈতিকতা, জীবন-দক্ষতা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ ও পাঠদান নিশ্চিত করবে। শিক্ষা কারিকুলামে মাদক ও তামাকের কুফল এবং শিশু নির্যাতনের বিষয়ে সচেতনতা সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করবে। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রমে অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ও পরিকল্পিত পরিবার গঠনে সমাজের সকল স্তরে উদ্বুদ্ধকরণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবে।

গ) কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জনগণকে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সকল অনাবাদী জমি আবাদের আওতায় আনার মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এ মন্ত্রণালয় কৃষিভিত্তিক শিল্পের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে শহরমুখিতা নিরুৎসাহিত করবে। পাশাপাশি কৃষি ও খামারভিত্তিক শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে সহজশর্তে ঋণ প্রদান এবং পণ্যের সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঘ) বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় যাত্রী পরিবহন ও বিমানবন্দর সেবায় আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করবে। এছাড়াও পর্যটনখাতের বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। যাত্রী পরিবহন ও বিমানবন্দর সেবায় আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করবে।

ঙ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

বাহিনীর সদস্যগণকে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রমে

বাহিনীর সদস্যগণকে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং তাদের মাঝে এইচআইভি/এইডসসহ বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এছাড়াও অধীনস্থ সকল হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবা কেন্দ্রের

মাধ্যমে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

চ) খাদ্য মন্ত্রণালয়

খাদ্য মন্ত্রণালয় সমন্বিত খাদ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যথাযথভাবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং দরিদ্র জনগণের জন্য খাদ্য সহায়তা প্রদান এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এ মন্ত্রণালয় ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ), ওএমএসসহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ডেটাবেজ তৈরি করে প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিত করবে।

ছ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনের জন্য কিশোর-কিশোরী ও যুবসমাজের চাহিদাভিত্তিক কর্মমুখী প্রযুক্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এ মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রজননস্বাস্থ্য, মা ও শিশুস্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ ও পাঠদান নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি শিক্ষাক্রমে জেন্ডার বৈষম্য ও সহিংসতা নিরসন এবং নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য ও সমতা নিশ্চিত করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবে। এছাড়া বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক ও অপরাপর শিক্ষা উপকরণে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবন-দক্ষতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ সময়োপযোগী করে অন্তর্ভুক্ত করবে। একইভাবে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জনমিতি, জনসংখ্যা, যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সম্পর্কিত পাঠক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এ বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রমসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এ মন্ত্রণালয় মাদক ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ডিজিটাল প্রযুক্তির অপব্যবহাররোধে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে কর্মমূখী শিক্ষার প্রসার ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে।

পরিবর্তনশীল সমাজ, অর্থনীতি ও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে দেশে এবং বিদেশে কি কি ধরনের পেশা ও সেবার বিকাশ ঘটবে তা নির্ণয় করবে এবং ঐ সকল সেবা খাতের জন্য কি ধরনের যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে তা সবিস্তারে প্রণয়ন করতে হবে যেন যুব সমাজের আগাম প্রস্তুতি নিতে পারে।

জ) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা নীতিতে গৃহীত কর্মকৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনসংখ্যা ও পরিবেশকে প্রাধান্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। এ মন্ত্রণালয় প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা, বনজ সম্পদ উন্নয়ন ও সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাসোপযোগী টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণে গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঝ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর অধীনস্থ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিসিএস প্রশাসন একাডেমির শিক্ষাক্রমে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা ও জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবে। এ মন্ত্রণালয় বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এ ছাড়াও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষা বিষয়ক পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ঞ) অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ মন্ত্রণালয় দেশের পরিকল্পিত জনসংখ্যা ও এর উন্নয়নে অধিক গুরুত্ব আরোপ করে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর অধিভুক্ত অধিদপ্তরসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করবে। এছাড়াও জনসংখ্যা নীতিতে উল্লিখিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নেও প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করবে।

ট) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশনের সহায়তায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কী ধরনের কী পরিমাণ কাজের চাহিদা রয়েছে এবং এসব কাজ প্রাপ্তিতে কি ধরনের ন্যূনতম যোগ্যতা প্রয়োজন সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে। সংগৃহীত তথ্যের আলোকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশি যুব সমাজের আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করবে। পাশাপাশি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে বিদেশে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকার নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে কাজ করবে। এছাড়াও পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয় আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করবে।

ঠ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, বিশেষ করে প্রজননস্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করবে এবং এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের বিভিন্ন প্রকার সংক্রামক রোগ এর নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করবে। এ মন্ত্রণালয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ বাংলাদেশ পুলিশ, র‌্যাব, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, আনসার ও ভিডিপি এর সহায়তায় মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিতরণ ও বিপণন বন্ধ করে সুস্থ ও কর্মক্ষম যুবসমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। মানব পাচার প্রতিরোধে এ মন্ত্রণালয় যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

ড) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ সংস্থার মাধ্যমে গ্রাম ও শহরে পরিকল্পিত আবাসন ও নগরায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে, যাতে বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নাগরিক সুবিধাদির ব্যবস্থা করা যায়।

ঢ) শিল্প মন্ত্রণালয়

শিল্প মন্ত্রণালয় অঞ্চলভিত্তিক শিল্প স্থাপনসহ শিল্পখাতের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে সরকারি ও বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে গার্মেন্টসসহ শ্রমঘন (Labour Intensive) কারখানাগুলোতে কর্মরত নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের প্রজননস্বাস্থ্য, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ণ) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সরকারি-বেসরকারি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা, দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং পরিকল্পিত পরিবার গঠন, প্রজননস্বাস্থ্য, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, জেন্ডার বৈষম্য ও সহিংসতা নিরসন, নারী-পুরুষের মধ্যে সাম্য ও সমতা, কৃষি, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ত) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তৈরি পোশাক শিল্প, চা শিল্প এবং অন্যান্য সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এছাড়াও এ মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রজননস্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করবে।

থ) ভূমি মন্ত্রণালয়

ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমির সঠিক ব্যবহার সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষি জমিতে আবাসিক ভবন নির্মাণ, শিল্প-কলকারখানা স্থাপন না করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

দ) **স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়**

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জনসংখ্যা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করার কর্মসূচি প্রণয়ন করতে পারে। বিদ্যমান জেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটি, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটি, ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কমিটিকে অধিকতর কার্যকর করে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে গতিময়তা (Momentum) আনা সম্ভব। উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশুস্বাস্থ্য কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যমান নির্দেশনা অনুযায়ী কমিটিগুলোর সভা আয়োজন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে কার্যক্রম মনিটরিং এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচি উন্নয়নে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়। এ ছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিত করবে। এ মন্ত্রণালয় উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহারও নিশ্চিত করবে। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন এবং বাল্যবিবাহ রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

ধ) **পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়**

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু হবে জনসংখ্যা। জনসংখ্যার প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন করবে। পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ জনসংখ্যা সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে একটি কার্যকর ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমও চালু রাখবে। এর সাথে পপুলেশন রেজিস্টার প্রবর্তনের বিষয়টিও বিবেচনা করবে ।

ন) **ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়**

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে যুবসমাজের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। এছাড়াও সাইবার অপরাধ যেমন সাইবার বুলিং, সাইবার আক্রমণ, সাইবার ঝুঁকি ইত্যাদি বিষয়ে যুবসমাজকে সচেতন করবে। দেশের জনসাধারণ, সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক/শিক্ষার্থীদের সাইবার নির্বাচিত সম্পর্কে সচেতন করবে।

প) **ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়**

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করবে। এছাড়াও বাল্যবিয়ে, মাদকের অপব্যবহার রোধে সচেতনতা তৈরি করার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা প্রদান করবে।

ফ) **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়**

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তন ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের প্রভাবে বাস্তুচ্যুত, ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর কল্যাণ নিশ্চিত করবে। এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে ত্রাণ সহায়তার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, বিশেষ করে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি চালু রাখার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করবে। এছাড়াও দুর্যোগের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক, দুর্যোগ মোকাবেলা, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

ব) **সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়**

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের পিছিয়েপড়া মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে । এ মন্ত্রণালয় পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে ডেটাবেজ তৈরি করে প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিত করবে। পাশাপাশি এ মন্ত্রণালয় থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও এনজিওসমূহ তাদের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দেবে।

ভ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশুর উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়ন, সমতা, সুরক্ষা ও অধিকার রক্ষায় জনসংখ্যা নীতিতে উল্লিখিত কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, নারীদের জন্য ঋণ সহায়তা প্রদান করবে। এ মন্ত্রণালয় বাল্যবিবাহের হার শূন্য-তে নামিয়ে আনাসহ জেন্ডারভিত্তিক অন্যান্য সহিংসতা নিরসন তথা নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে সমন্বিত এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রজননস্বাস্থ্য, মা ও শিশুস্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করবে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগী চিহ্নিত করবে।

ম) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় জনমিতিক লভ্যাংশ অর্জনের লক্ষ্যে জনসংখ্যা নীতিতে প্রণীত কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কর্মক্ষেত্রের চাহিদাভিত্তিক দক্ষ ও উৎপাদনশীল যুবসমাজ গঠনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। পাশাপাশি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সুস্থ-সবল এবং কর্মক্ষম যুবসমাজ গঠনে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলার আয়োজন করবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করবে।

য) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদাভিত্তিক দক্ষ জনবল সৃষ্টি, প্রবাসী কর্মীদের রেমিটেন্স প্রেরণে সহায়তা, অভিবাসীদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং প্রবাসীদের দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগে সহযোগিতা প্রদান করবে। এছাড়াও এই মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে বিদেশগামী অভিবাসী কর্মীদের এইচআইভি/এইডসসহ অন্যান্য যৌন ও

সংক্রামক রোগ সম্পর্কে সচেতন করবে এবং বিদেশ থেকে আগত শ্রমিকদের এ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্য আহরণ করবে।

র) রেলপথ মন্ত্রণালয়

রেলপথ মন্ত্রণালয় টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে মহানগরীর সাথে নিকটবর্তী জেলাসমূহের কার্যকর রেলওয়ে কম্যিউটিং সিস্টেম চালু করবে।

ল) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে স্মার্ট নাগরিক ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গঠন করার নিমিত্তে নাগরিকদের মধ্যে প্রযুক্তি-সচেতনতা, ডেটা সাক্ষরতা এবং উদ্ভাবনমুখিতা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করবে। পাশপাশি এই মন্ত্রণালয় চতুর্থ ও পঞ্চম শিল্পবিপ্লবের সুবিধা অর্জনে তরুণ জনগোষ্ঠীকে চাহিদাভিত্তিক কর্মমুখী ও প্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করবে।

৬.২.২ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও এবং ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা

জনসংখ্যা কার্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতের সক্রিয় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ এবং এ লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কৌশল অবলম্বন করা:

৬.২.২.১ সরকারের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও এবং ব্যক্তিখাতের মধ্যে আলোচনা ও সমন্বয় জোরদার করা এবং সুনির্দিষ্ট অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৬.২.২.২ বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও এবং ব্যক্তিখাতকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রমের সেবাবঞ্চিত (নগর, পিছিয়েপড়া জনগোষ্ঠী ও দুর্গম অঞ্চল, ইত্যাদি) এলাকাসমূহে কাজ করতে উৎসাহিত করা এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করা।

৬.২.২.৩ নারীশ্রমঘন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, এনজিও এবং ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করা।

৬.২.২.৪ যৌন ও প্রজননস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সামগ্রীর উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে দেশীয় ঔষধ শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করা এবং ঔষধ শিল্প সমিতির সাথে কার্যকর সমন্বয় সাধন করা।

৬.৩ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ (National Population Council-NPC) আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/ প্রধান উপদেষ্টা এ পরিষদের প্রধান। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী/ উপদেষ্টা, সচিব, বিভাগীয় প্রধান, নেতৃস্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ এ পরিষদের সদস্য। জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ জনসংখ্যা নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং এর প্রভাব মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা

প্রদান করবে। এ পরিষদ প্রয়োজনে জনসংখ্যা নীতিতে যে কোন ধরনের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের নির্দেশনা প্রদান করবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর/উপদেষ্টার নেতৃত্বে জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের একটি নির্বাহী কমিটি থাকবে, যা জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সরকারি-অসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে অবহিত করবে এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের সচিবালয়ের দায়িত্ব পালন করবে, নিয়মিতভাবে (কমপক্ষে বছরে ১ বার) জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সহযোগিতা নিয়ে পরিষদের সুপারিশ ও সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করবে। এ পরিষদকে সহযোগিতা প্রদান, নীতি সম্পর্কিত কারিগরি দলিল প্রস্তুতকরণ এবং পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণসহ যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনায় সচিবালয়কে সাহায্য করার জন্য স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিবের নেতৃত্বে জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞসহ অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে একটি টাস্ক ফোর্স থাকবে।

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আধা সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত উদ্যোগের সাথে সমন্বয় জোরদার করার মাধ্যমে বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতির উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে উল্লেখিত কৌশলসমূহ বাস্তবায়নে যথাযথ কর্মসূচি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করবে এবং কর্মসূচির সকল স্তরে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।

৬.৪ সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ও গবেষণা

৬.৪.১ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতামূলক ও প্রমাণভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬.৪.২ সার্বজনীন ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস রেজিস্ট্রেশন/পপুলেশন রেজিস্টার চালু করাসহ সকল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬.৪.৩ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে নিয়মিত জরিপ ও গবেষণা পরিচালনা করা এবং যথাসময়ে ফলাফল প্রকাশ করা।

৬.৪.৪ জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি গবেষক, নীতিনির্ধারক, পরিকল্পনাবিদ, ব্যবস্থাপক এবং অংশীজন মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও গবেষণালব্ধ তথ্য ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

৬.৪.৫ বয়স, জেন্ডার ও অঞ্চলভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

৬.৪.৬ সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহারে আধুনিক ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তি/কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করা।

৬.৪.৭ জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপাত্ত যাচাইকরণ (data validity) এবং উপাত্তের গুণগতমান (data quality) নিশ্চিত করা।

৬.৪.৮ জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।

৬.৫ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়ন এবং এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদ এবং জাতীয় জনসংখ্যা পরিষদের নির্বাহী কমিটি বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইনী আজিজ
সিনিয়র সহকারী সচিব।